bwged

এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র বা টার্মিনাল নির্মাণ বন্ধ করো

জাতীয় নিরাপত্তার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করো

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা ২৪ হাজার ১৪৩ মেগাওয়াট (মে ২০২৩)। অপরদিকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। অর্থাৎ, কমপক্ষে ৮ হাজার ৪৯৫ মেগাওয়াট বা ৫৪.২৯ শতাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্র সারা বছর ধরে অলস পড়ে থাকে। পর্যাপ্ত উৎপাদন-ক্ষমতা থাকার পরও ২০২২ সালের গরমকাল থেকে বিদ্যুৎ বিপর্যয় (Load Shading) দেখা দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সংকটের মূল কারণ, আমদানি-নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের আধিক্য। কোভিড-১৯ মহামারির পর বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দিলে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল ও এলএনজি) আমদানিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। জ্বালানির সংকট তৈরি হওয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়। এর ফলেই তৈরি হয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। ২০০৮ সালে প্রণীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ও ২০২১ সালে প্রণীত মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করলে এ বিপর্যয় কমানো যেত।

কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ না করে বিদেশি পরামর্শকদের তৈরি বিদ্যুৎখাত বিষয়ক মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) অনুসারে আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে তরলীকৃত জীবাশ্ম গ্যাস (এলএনজি)-এর উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরে এলএনজি কিনতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যয় হয়ে যায় যা দেশের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এলএনজি'র আন্তর্জাতিক বাজার এত অস্থির যে তার ভবিষ্যৎ কখনওই নির্ধারণ করা যায় না। ২০১৮ সালের জুনে প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজি'র দর ছিলো ৩.০২ ডলার যা ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ১,২৫৮% বেড়ে ৩৮ ডলারে পৌঁছে যায়। ২০২২ সালের আগস্টে এর দাম আবারো ২০৫% বেড়ে ৭৮ ডলার হয়ে যায়। এ বছর এপ্রিলে কিছুটা নেমে সর্বশেষ প্রতি এমএমবিটিইউ ১৩ ডলারে বিক্রি হয়েছে।

বাংলাদেশ তেল গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) থেকে বিদ্যুৎ খাতে প্রতি ঘনমিটার ১৪ টাকা দরে স্থানীয় জীবাশ্ম গ্যাস সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে, প্রতি এমএমবিটিইউ ১৩ ডলার দরে প্রতি ঘনমিটার এলএনজি'র দাম পড়ে ৫১.৩৭ টাকা যা নিজস্ব গ্যাসের তুলনায় ৩.৬৭ গুণ বেশি। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)'র হিসাব অনুসারে বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে গ্যাস থেকে প্রতি ইউনিট (kWh) বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩.৪৭ টাকা খরচ হয়েছে। এলএনজি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে প্রতি ইউনিটে ১২.৭৩ টাকা খরচ হবে। এত দাম দিয়ে বিদ্যুৎ কেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।

এলএনজিসহ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির দাম যখন বাড়ছে তখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষ করে সৌরবিদ্যুতের দাম প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম ছিলো ১৬.৪০ টাকা, মাত্র চার বছর পর ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ৩৬% কমে ১০.৫৬ টাকায় নেমে এসেছে। বিপিডিবি'র সম্পাদিত সর্বশেষ চুক্তি অনুসারে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম পড়বে ৮.০৮ টাকা। অর্থাৎ, সৌরবিদ্যুতের দাম প্রতি বছর গড়ে ১২ শতাংশ কমে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ভারতে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম পড়ছে মাত্র ২ টাকা ৩৫ পয়সা।

কয়লা, ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের মতো এলএনজি-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রেরও জন্যও ক্যাপাসিটি চার্জ বা সক্ষমতা পারিতোষিক দেয়া হয়।আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে চালু হতে যাওয়া ৩টি এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের (১,৮৮৫ মেগাওয়াট) জন্য গড়ে বছরে ৪,৩৪৮ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। ক্যাপাসিটি চার্জের এই টাকা দিয়ে কমপক্ষে ৬২০ মেগাওয়াট সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্রে একবার বিনিয়োগ করলে পরবর্তী ২৫ বছর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া আর কোনো খরচ নেই। তাই ৬২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করলে প্রতি বছর প্রায় ১ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে না। অর্থাৎ, শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ থেকে ২৫ বছরে ৩৫ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে। এছাড়া সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনায়

View publication stats

কোনো জ্বালানি খরচও নেই। ৬২০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করলে বছরে ৫ হাজার ২৬৫ কোটি টাকার এলএনজি আমদানি-ব্যয় সাশ্রয় হবে যা দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে।

এসব বিবেচনায় নিয়েই ২০২১ সালে প্রণীত মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০২১ সালের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন সরকার, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহের যৌথ কর্মপরিকল্পনা।

এরই মধ্যে আগামী ১০-১৩ জুলাই ২০২৩ কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ইউনিপার, এক্সন-মোবিল, কনোকো-ফিলিপস, কমনওয়েলথ্ এলএনজি, ডায়মন্ড গ্যাস, পেট্রোনাস, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, মিৎসুবিশি কর্পোরেশন, শেভরন, শেল, সান্তোস, সিনোপেকসহ পৃথিবীর শতাধিক নোংরা জ্বালানি কোম্পানি যৌথভাবে এলএনজি সম্মেলনের আয়োজন করছে। জাপানের মিৎসুবিশি ও এর অধীনস্ত ডায়মন্ড গ্যাস (Diamond Gas), জেরা (JERA), মিৎসুই (Mitsui) ও মারুবেনি কর্পোরেশন (Marubeni), চীনের সিনোপেক (Sinopec), সেপকো (SEPCO) ও চায়না ইলেকট্রিক ইক্যুইপমেন্ট গ্রুপ (CEEG) এবং যুক্তরাষ্ট্রের কমনওয়েলথ্ এলএনজি (Commonwealth LNG), এক্সেলেরেট এনার্জি (Excelerate Energy) ও জেনারেল ইলেকট্রিক (General Electric) বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে এলএনজি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ সম্মেলনে এলএনজিকে একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হিশেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এলএনজি'র ৮৩-৮৭ শতাংশই মিথেন এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুসারে এলএনজি থেকে প্রতি হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ৫১৮ থেকে ৮২২ কিলোগ্রাম গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হয়। এছাড়া এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নিঃসরিত কার্বন মনোক্সাইড ও ক্ষুদ্র কণা স্থানীয় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।

প্যারিস চুক্তি অনুসারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির মতো যতো দ্রুত সম্ভব এলএনজিও বন্ধ করতে হবে। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায্য ও সবুজ জ্বালানিতে রূপান্তর করতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপদ পরবেশ ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার তাগিদে, আমরা, বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনের স্বার্থে এ ধরনের সম্মেলনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশের জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ না করার জন্য মিৎসুবিশি, জেরা, মারুবেনি, মিৎসুই, জেনারেল ইলেকট্রিক, এক্সেলেরেট এনার্জি, ডায়মন্ড গ্যাস ও সিনোপেকসহ সকল নোংরা জ্বালানি কোম্পানি দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সবুজ রূপান্তরের জন্য আমরা সকল অর্থায়ন ও বিনিয়োগকারীর প্রতি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

একই সঙ্গে আমরা দাবি জানাই যে,

১. আনোয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট, গজারিয়া ৬৬০ মেগাওয়াট, ময়মনসিংহ ৪০০ মেগাওয়াট, মীরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট, মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট এবং পায়রা ১২০০ মেগাওয়াটসহ সকল এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করতে হবে।
২. মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ ও ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উপর ধার্যকৃত আমদানি শুল্কসহ সকল প্রকার কর মওকুফ করতে হবে।
৪. আবাদি জমিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে 'বিজলি-কৃষাণ' কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং এ কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের নগদ অর্থায়ন ও ভর্তুকি দিতে হবে।
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে।
৬. সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এবং
৭. মহেশখালী তৃতীয় এলএনজি টার্মিনালসহ নতুন এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।

bwged

https://bwged.blogspot.com